গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২০.২২.০০৩.১৩.২৯৯

তারিখ : ২১ শ্রাবণ ১৪২২ / ৫ আগস্ট ২০১৫

বিষয় : **বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫ এর খসড়ার ওপর মতামত প্রদান।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, 'বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৫' এর খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। উক্ত খসড়া আইনের ওপর মতামত দুই সপ্তাহের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় লিখিত/নিকস ফন্টে ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত : পিআইবি আইন, ২০১৫ এর খসড়া।

০৫/০৮/১৫
(মোঃ জাহেদুল হক)
সহকারী সচিব
☎-৯৫৫০৭৮২
e-mail: as.press@moi.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট
তথ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা (বর্ণিত আইনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২০১৫ সনের ..... নং আইন

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব (Resolution No. Inf/4E-29/76(part)/13300, dated the 18th August, 1976), রহিতক্রমে উহা পুন:প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব (Resolution No. Inf/4E-29/76(part)/13300, dated the 18th August, 1976), রহিতক্রমে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত বিষয়ে যুগোপযোগী আকারে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল।

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**

(১) এই আইন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন, ***২০১৫*** নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(ক) **ইনস্টিটিউট** অর্থ এই আইনের অধীনে স্থাপিত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট;

(খ) **বোর্ড** অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ড;

(গ) **চেয়ারম্যান** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঘ) **মহাপরিচালক** অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(ঙ) **বিধি** অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বুঝাইবে।

(চ) **সদস্য** অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(ছ) **প্রবিধান** অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

(জ) **সাংবাদিক** অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক এবং যিনি প্রিন্ট অথবা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন এবং কোন সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, সংবাদ সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, কপি রাইটার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক এবং প্রুফ রিডারও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(ঝ) **সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়** বলিতে ইনস্টিটিউট যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত তাহাকে বুঝাইবে।

৩। **বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট**

১. এই আইনের বিধান অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট এবং ইংরেজিতে Press Institute of Bangladesh (PIB) নামে অভিহিত করা হইবে।

২. এই ইনস্টিটিউট একটি স্বশাসিত সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা, একটি সাধারণ সীলমোহর ও একটি লগো থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জণ করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৩. এই ইনস্টিটিউটে সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকিবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়**

ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে এবং ইহা প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **ইনস্টিটিউট পরিচালনা**

ইনস্টিটিউট পরিচালনা ও প্রশাসন একটি পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বোর্ড যেরূপ নির্ধারণ করিবে ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সেইভাবে পরিচালিত হইবে।

৬। **পরিচালনা বোর্ড**

১. পরিচালনা বোর্ড দুই বছর মেয়াদে নিম্নরূপ ১৭ (সতের) ***সদস্য*** সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা : -

(ক) বিশিষ্ট সাংবাদিক/শিক্ষাবিদ থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন ব্যক্তি, যিনি বোর্ডেরও চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) **বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদ** কর্তৃক মনোনীত সংবাদপত্রের দুইজন সম্পাদক;

(গ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সম্পাদক;

(ঘ) বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত দুইজন প্রতিনিধি;

(ঙ) চেয়ারম্যান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (পদাধিকার বলে);

(চ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নহে);

(ছ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নহে);

(জ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নহে);

(ঝ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নহে);

(ঞ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিচে নহে);

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত সিনিয়র সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্য হইতে দুইজন প্রতিনিধি;

(ঠ) প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (পদাধিকার বলে);

(ড) মহাপরিচালক, জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, ঢাকা (পদাধিকার বলে)।

(ঢ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পদাধিকারবলে), যিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

২. পরিচালনা বোর্ড ইহার সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবিদের মধ্য হইতে সদস্য সমন্বয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি গঠন করিয়া বোর্ডের কর্ম পরিচালনায় সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে;

৩. (ক) কোন সদস্য পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল হইবে;

(খ) কোন সদস্য তাহার দাপ্তরিক কাজে অক্ষম হইলে সরকার তাহাকে অপসারণ করিতে পারিবে।

৪. পরিচালনা বোর্ডের মেয়াদ পূর্তির অন্তত ৩(তিন) মাস পূর্বে সরকার নতুন বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। কোন কারণে বোর্ড গঠন বিলম্বিত হইলে সেইক্ষেত্রে বিদ্যমান বোর্ড অনধিক ৩(তিন) মাস অন্তবর্তীকালীন বোর্ড হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

৫. কোন সদস্যের পদত্যাগ কিংবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হইলে সরকার নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় উক্তপদ পূরণ করিতে পারিবেন।

৭। **ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলী**

ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :

(ক) সরকার অথবা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সাংবাদিক, তথ্য ও গণমাধ্যমকর্মী, উন্নয়ন ও যোগাযোগকর্মী এবং গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান করা;

(খ) সাংবাদিকতা বিষয়ে একাডেমিক শিক্ষা প্রদান;

(গ) সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুবিধাদি গড়িয়া তোলা;

(ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও গণমাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ সম্পর্কিত উপাত্ত, তথ্য এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

(ঙ) যে কোন সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, তথ্যকেন্দ্র এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উপদেশক ও পরামর্শক সেবা প্রদান করা;

(চ) উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদসমূহে উল্লেখিত কার্যক্রমের সমধর্মী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ের সংস্থাসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা;

(ছ) তথ্যায়নভিত্তিক ইউনিটসহ একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল নিউজিয়াম, ডিজিটাল আর্কাইভ এবং একটি গণমাধ্যম তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা;

(জ) গণমাধ্যম, যোগাযোগ নীতিমালা, যোগাযোগ কৌশল সংক্রান্ত কোন বিষয়ে সরকার কিংবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ মতামত/পরামর্শ চাইলে সেই বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;

(ঝ) সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন, গবেষণা ও প্রকাশনা এবং পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গড়িয়া তোলাসহ প্রয়োজনীয় যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৮। **চেয়ারম্যান**

বোর্ডের চেয়ারম্যান যোগদানের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ডের চেয়ারম্যান যে কোন সময় সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন অথবা সরকার প্রয়োজন মনে করিলে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া তাহাকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট মেয়াদে উপযুক্ত ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করিতে পারিবেন।

চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনকালে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অঙ্কের ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

৯। **মহাপরিচালক**

১. ইনস্টিটিউটের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

২. 'মহাপরিচালক' সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

৩. মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক স্বীয় দায়িত্বে পুনরায় যোগদান না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪. মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক ইনস্টিটিউটের অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

১০। **এই কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে ইনস্টিটিউটের নিম্নোক্ত বিভাগ থাকিবে**

১. প্রশাসন বিভাগ;

২. প্রশিক্ষণ বিভাগ;

৩. শিক্ষা বিভাগ;

৪. গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ;

৫. প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ।

১১। **বোর্ডের সভা**

১. এই ধারায় অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে বোর্ড উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২. বোর্ডের সদস্য-সচিব চেয়ারম্যান-এর পূর্বানুমতি লইয়া সভা আহবান করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে প্রতি তিন মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

৩. বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

৪. বোর্ডের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে, তবে মুলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৫. বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৬. শুধুমাত্র কোন সদস্যপদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনের ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১২। **একাডেমিক কার্যক্রম**

ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউট কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হইতে পারিবে।

১৩। **একাডেমিক কাউন্সিল**

এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাকার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে। একাডেমিক কাউন্সিল পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধানাবলীর আলোকে কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

১৪। **ইনস্টিটিউটের তহবিল**

ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা : -

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান/বরাদ্দ;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, জাতীয়/আঞ্চলিক/আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান; তবে বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অনুদান বা সহায়তা লাভ করিবার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করিতে হইবে;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের অস্থাবর সম্পত্তি ও সেবা বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) নিজস্ব উৎস হইতে প্রাপ্ত আয়, ফি প্রভৃতি;

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

১৫। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**

ইনস্টিটিউট উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রবিধানমালার আলোকে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তাঁহারা পেনশন সুবিধাসহ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ন্যায় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

১৬। বাজেট

১. ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নিধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে;

২. উক্ত রূপ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ছক ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

১৭। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

১. ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে;

২. বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্ট-এর একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও ইনস্টিটিউটের নিকট প্রেরণ করিবেন;

৩. উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইনস্টিটিউটের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ইনস্টিটিউটের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহাকে সহায়তা প্রদান করিবেন;

৪. উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব- নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O.No.2 of 1973) এর Article 2(1) (b) কে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা ইনস্টিটিউটের হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক চাটার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন;

৫. প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে উপ-ধারা (৪) এর অধীন চাটার্ড একাউনটেন্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৮। প্রতিবেদন

১. প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ইনস্টিটিউট উক্ত বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন বোর্ডের অনুমোদনসহ সরকারের নিকট দাখিল করিবে;

২. সরকার প্রয়োজন মতো ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে যে কোন সময় উহার যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন বা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে। তদপ্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট সরকারের চাহিদা ও পরামর্শ মোতাবেক কার্যসম্পাদন করিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউট সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজ-কর্ম নিরাপদকরণ**

এই আইন, কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য বোর্ড, চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাপরিচালক বা ইনস্টিটিউটের অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২২। **জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা**

এই আইনের কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার এই আইনের অন্যান্য ধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ/ব্যাখ্যা প্রদান পূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত**

১. পিআইবি আইন প্রণয়ন ও কার্যকর ইহবার সঙ্গে-সঙ্গে ১৮ই আগস্ট, ১৯৭৬ সালের বিদ্যমান রেজ্যুলেশন No. Inf/4E-29/76(Part)/13300, যাহা ২০শে আগস্ট ১৯৭৬ সালের বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়, রেজ্যুলেশন No. Inf/4E-29/76(Pt)/23750, যাহা ৬ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে সংশোধিত আকারে গেজেটে প্রকাশিত হয় এবং রেজ্যুলেশন No. MI/Press-2/5/1-2/95/319, যাহা ২০শে আগস্ট ২০০৭ সালে সংশোধিত আকারে গেজেটে প্রকাশিত হয়, অতঃপর তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২. উক্ত রূপ বাতিলকরণ সত্ত্বেও বাতিলকৃত রেজ্যুলেশন-এর অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়